যুগান্তর

তারিখ ... 24 SEP 2013
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

মুসতাক আহমদ

ছোটদের এসএসসি বলে খ্যাত 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা' আর মাত্র দুই মাস বাকি। এ সময়সীমায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষকদের লেখাপড়ায় দারুণ ব্যস্ত থাকার কথা। অথচ এই সময় তারা আন্দোলনে নেমে ক্লাস কার্যক্রম একপ্রকার বন্ধ করে দিয়েছেন। দেশের ৩৭ হাজার সরকারি বিদ্যালয়ে চলছে শিক্ষকদের কর্মবিরতি। ৩০ সেপ্টেম্বরের পর স্কুলগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার কর্মসূচিও রয়েছে।

প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণী প্রদান, সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষকের একধাপ নিচে বেতন স্কেল নির্ধারণসহ বিভিন্ন দাবিতে শিক্ষকদের দুটি গ্রুপ বর্তমানে আন্দোলনে। বশিরউদ্দিন ও আনোয়ারুল ইসলাম তোতা গ্রুপের নেতৃত্বাধীন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ ঘণ্টা করে কর্মবিরতি দিয়ে আন্দোলনের সূচনা করে। রোববার থেকে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করছে এই সংগঠন। তারা আগামী ১ অক্টোবর থেকে ঢাকায় মহাঅনশন কর্মসূচি শুরু করবে।

আর আবদুল আউয়াল তালুকদার ও সাহেদা আক্তারের নেতৃত্বাধীন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সংগঠন আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর উপজেলা সদরে সমাবেশ করে সরকারকে সর্বশেষ আলটিমেটাম দেবে। ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকার দাবি মেনে না নিলে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকায় শিক্ষকদের নিয়ে অনশন শুরু করবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত

উদ্বিগ্ন : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

উদ্বিগ্ন : অভিভাবকরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওই কর্মসূচি অব্যাহত থাকার কথা রয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষকরা স্কুলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে পূর্ণদিবস কর্মবিরতির কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে। অথচ আগামী ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা। কোমলমতি শিশুদের এবারের পরীক্ষায় সব বিষয়ে ২৫ ভাগ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এ নিয়ে কেবল শিক্ষার্থীরাই নয়, উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও। এ অবস্থার মধ্যে শিক্ষকদের কর্মসূচি ও ক্লাস কার্যক্রম বন্ধ এবং স্কুলে তালা ঝোলার আশংকায় অভিভাবকরা খুবই উদ্বিগ্ন।

এবারের পরীক্ষায় অংশ নেবে এমন বেশ কয়েক শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, সবগুলো বিষয়ে ২৫ ভাগ করে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন নিয়ে শিশুদের মধ্যে কিছুটা ভীতি ও শংকা কাজ করছে। তবে কোনো কোনো স্কুলে এসব প্রশ্নের মডেল টেস্ট নেয়া হচ্ছে। অভিভাবকরা আশংকা প্রকাশ করেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে। তারা বলেন, সমাপনী পরীক্ষার আগে শিক্ষকদের কর্মবিরতির কর্মসূচিতে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

তবে শিক্ষকদের ক্লাসে ফেরাতে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে এক দফা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রোববার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালকের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষক নেতাদের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহার ও স্থগিতের অনুরোধ জানান সচিব। কিন্তু শিক্ষক নেতারা নারাজ। তারা সচিব ও মহাপরিচালককে পরিষ্কার জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে অথবা সরকারি ঘোষণা না আসা পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রশ্নই আসে না বরং কর্মসূচি এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর তা ঘোষণা করা হবে।

সচিব ও মহাপরিচালকের সঙ্গে বৈঠক সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষক সমিতির মহাসম্পাদক সাহেদা আক্তার বলেন, সরকারি ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত শিক্ষকদের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার কথা জানিয়ে এসেছেন তারা। ঘোষিত কর্মসূচিতে পরিবর্তন করে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বরের উপজেলা সমাবেশ থেকে নতুন কর্মসূচি দেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

শিক্ষকদের দাবি : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদমর্যাদা, সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রধান শিক্ষকের একধাপ নিচের স্কেল নির্ধারণ, শিক্ষকদের নিয়োগবিধির পরিবর্তন এবং সহকারী শিক্ষকদের দ্রুত পদোন্নতি, প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার ঘোষণা বাস্তবায়ন, প্রাথমিক শিক্ষার সব কাজে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করাসহ ৭ দফা দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষকরা দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছেন। এ নিয়ে গত বছরের সমাপনী পরীক্ষা শেষে শিক্ষকরা ঢাকায় মহাসমাবেশ করে কর্মবিরতিসহ নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। তখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফসারুল আমিন, সচিব ও ডিপিই মহাপরিচালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতাদের কয়েক দফা বৈঠকে ৭ দফা দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষিত কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছিল। সমিতির সভাপতি মুহা. আঃ আউয়াল তালুকদার বলেন, দীর্ঘ আট মাসেও সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বাধ্য হয়েই শিক্ষকদের আন্দোলনে যেতে হচ্ছে। আন্দোলনরত অপর অংশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (বশির-তোতা গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম তোতা বলেন, তারা গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ ঘণ্টা করে এবং রোববার থেকে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করে আসছেন। তারা আগামী ১ অক্টোবর থেকে ঢাকায় মহাঅনশন কর্মসূচি শুরু করবেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার তাদের দাবি পূরণে একটি উদ্যোগ নিয়েছে। তা বাস্তবায়নের লক্ষণ না দেখেই তারা আন্দোলনে নেমেছেন।